২১-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবার থেকে সর্ব সম্বন্ধের সুখ নিতে হলে, প্রত্যেকের থেকে অনুরাগ বা স্নেহসঞ্জাত বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, এটাই সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য"

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা এই সময় এমন কোন্ ভালো কার্য করো, যার রিটার্নে বিত্তশালী হও?

উত্তরঃ- সবচেয়ে ভালোর থেকেও ভালো কাজ হল, জ্ঞান রত্নের দান করা । এই অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার ট্রান্সফার হয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বিনাশী ধন হয়ে যায় আর এর থেকেই তোমরা মালামাল হয়ে যাও । যে যত জ্ঞানরত্ন ধারণ ক'রে অন্যদের ধারণ করাতে উৎসাহিত করে সে ততই বিত্তশালী হয় । অবিনাশী জ্ঞানরত্নের দান করাই হলো সর্বোত্তম সেবা ।

ওম্ শান্তি । শিববাবা তাঁর সালিগ্রাম বাচ্চাদের বোঝান, এই জ্ঞান আত্মাদের দেওয়া হয়েছে, পরমাত্মার বাচ্চাদের । আত্মা, আত্মাকে জ্ঞান দিতে পারেনা । একমাত্র পরমাত্মা শিব এখানে বসে ব্রহ্মা, সরস্বতী এবং তোমরা সব লাকী স্টার বাচ্চাদের বোঝান । এইজন্য এই জ্ঞানকে পরমাত্ম-জ্ঞান বলা হয় । পরমাত্মা তো এক, বাকি ক্রিয়েটরের ক্রিয়েশন । লৌকিক বাবা এইরকম বলবে না যে এরা সব আমার রূপ, না; বলবে তার বাচ্চারা সব তার রচনা । ইঁনি রূহানী বাবা, এঁনাকেও পার্ট নিতে হয়েছে । তিনি মুখ্য অ্যাক্টর, ক্রিয়েটর এবং ডিরেক্টর । আত্মাকে ক্রিয়েটর বলা হবে না । পরমাত্মার জন্যই বলা হয়, তুমিই জানো তোমার গতি তোমার মতি ! সেইসকল গুরুদের নিজের নিজের আলাদা মত, এইজন্য পরমাত্মা এসে একমত দেন । তিনি মোস্ট বিলাভেড । সেই একের সাথে তোমাদের বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । অন্য যাদের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে, তারা সবাই তোমাদের ঠকাবে, এইজন্য সবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে হবে ।"আমি তোমাদের সর্ব সম্বন্ধের সুখ দেবো, শুধু আমাকে স্মরণ করো, এটাই লক্ষ্য । সবার ডিয়ারেস্ট ড্যাডও (প্রিয় বাবা) আমি, টিচারও আর গুরুও ।" তোমরা বুঝতে পারো যে তাঁর কাছ থেকে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো । এটা অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার, এই ভাণ্ডার ট্র্যান্সফার হয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য বিনাশীধন হয়ে যায় । ২১ জন্ম আমরা মালামাল হতে যাই । আমরা রাজাধিরাজ হই । অবিনাশী এই ধন দান করতে হবে । আগে তোমরা বিনাশী ধন দান করতে, তো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ তোমাদের পরের জন্মে লাভ হতো । বলা হয়ে থাকে পাস্ট জন্মে অর্থাৎ গত জন্মে কিছু দানপুণ্য করেছে যার ফল লাভ করছে । তোমরা সেই ফল এক জন্মের জন্য লাভ করতে পারো । জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধ বলা যাবেনা । আমরা এখন যা করবো, তার প্রারব্ধ আমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে লাভ করবো । সুতরাং এটা হলো অনেক জন্মের লেনদেন । পরমাত্মার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে হবে । সবচেয়ে ভালো কর্ম, অবিনাশী জ্ঞানভাণ্ডার দান করা । যত তুমি এই জ্ঞানরত্ন ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করানোয় উৎসাহিত করবে, তত নিজেও বিত্তশালী হবে এবং অন্যকেও বিত্তশালী বানাবেই । এটা হলো সর্বোত্তম সেবা, যাতে তোমরা সদগতি লাভ করো । দেবতাদের রীতিনীতি দেখ, তাঁরা কেমন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাঁদের কাছে 'অহিংসা পরমোধর্ম' । পিউরিফিকেশন (সম্পূর্ণ পবিত্রতা) সত্যযুগ এবং ত্রেতাতেই থাকে । দেবতারাই স্বর্গে থাকেন । তাঁদের সর্বোত্তম হওয়ারই গায়ন হয় । যারা সত্যযুগে সূর্যবংশীয় হয় তারা সম্পূর্ণ, তারপর তাদের মধ্যে সামান্য খাদ মিশে যায় । তোমরা এখন জানো, দেবতারা কোন স্বর্গের নিবাসী ! বৈকুন্ঠ ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া, সেখানে অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেতে পারবে না । ইঁনি সর্বধর্মের রচয়িতা, উচ্চতম, ভগবান । এই দেবতা ধর্ম ব্রহ্মা স্থাপন করেননি, ব্রহ্মা তো বলেন, "আমি ইমপিওর

ছিলাম, তাহলে আমার মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো ?" অন্য সব পিওর সোল্স ওপর থেকে এসেছিলো তাদের নিজেদের ধর্ম স্থাপন করতে, এখানে তো পরমাত্মা নিজে এসেছেন ধর্ম স্থাপন করতে, যখন এঁনার মধ্যে আসেন তখন এঁনার নাম রাখেন ব্রহ্মা । বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ ইত্যাদি । এখন প্রশ্ন ওঠে, মনুষ্য সৃষ্টি সেই দেবতাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলো ? না ! পরমাত্মা বলেন, "আমি এই সাকারীর নাম দিই ব্রহ্মা, যার সাধারণ তনে আমি আসি ।" আর সেই ব্রহ্মা সূক্ষ্ম, সুতরাং দুই ব্রহ্মা ! এঁনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়, কারণ বলা হয় যে, ভগবান সাধারণ তনে আসেন । ব্রহ্মার কমল মুখ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণ রচনা করি । আদি দেবের মাধ্যমে হিউম্যানিটি রচিত হয় । সুতরাং ইনি হলেন হিউম্যানিটির প্রথম বাবা । তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে । এখন তোমাদের রাজার রাজা বানানো হচ্ছে । যতই হোক, রাজাধিরাজ একমাত্র তখনই হতে পারবে যখন তোমরা তোমাদের দেহ সমেত দেহ সম্বন্ধিত সমস্ত সম্পর্ক থেকে সরে আসবে । বাবা, আমি তোমারই, ব্যস্ ! তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, তোমরা সেই প্রিন্সেস হচ্ছ । তোমাদের চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়, তাই না ! সেই চতুর্ভূজের ছবি যুগলের । ছবিতে ব্রহ্মাকে ১০-২০ খানা হাতসমেত দেখানো হয় । কালীকেও কতো হাতসমেত দেখানো হয় । কারও এত হাত থাকতে পারেনা । অলঙ্কার সবই অস্ত্র-সস্ত্র । তোমরা প্রবৃত্তি মার্গেরই অন্তর্গত । ব্রহ্মার যে অনেক হাত দেখানো হয়েছে, তারা ভাবে, এরা, ব্রহ্মার বাচ্চারা যেন তাঁর ভুজসকল । বাস্তবে, কালী ইত্যাদি কিছু নেই, কৃষ্ণকে যেমন কালো করে দিয়েছে সেইরকমই কালীকে কালো করে দিয়েছে । এই জগদম্বাও ব্রাহ্মণ । আমরা নিজেদের ভগবান অথবা অবতার বলতে পারিনা । বাবা বলেন, শুধু আমাকে স্মরণ করো । বাস্তবে, তোমরা সব শিব কুমারেরা সালিগ্রাম । তারপরে যখন তোমরা মানুষের শরীরে আসো, তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হও । ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা পরে বিষ্ণুকুমার-কুমারী হবে । বাবা তোমাদের ক্রিয়েট করেন, সেহেতু তাঁকে পালনাও দিতে হয় । এইরকম ডিয়ারেস্ট ড্যাডের তোমরা উত্তরাধিকার , তাঁর সাথে তোমরা সওদা করো । মাঝখানে ইঁনি (ব্রহ্মাবাবা) দালাল । বাবা হলেন হোলি গভর্নমেন্ট । তিনি এসেছেন এই গভর্নমেন্টকে পাণ্ডব গভর্নমেন্ট বানাতে । বাবার সহায়তায় গভর্নমেন্টের প্রজাদের আমরা মানুষ থেকে দেবতা বানাই । সুতরাং আমরা তাদের সার্ভেন্ট । আমরা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট, আমরা বাবার সাথে এসেছি সারা দুনিয়ার সার্ভিস করতে । আমরা কিছু নিই না । বিনাশী ধন, মহল ইত্যাদি নিয়ে কি করবো ! সেবা করার জন্য তো আমাদের শুধু 'তিন পৈর পৃথ্বী' অর্থাৎ তিন পা জমি চাই । তোমরা বাচ্চারা এখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করছো । শাস্ত্রে লেখা জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যাবেনা, তা' হলো ভক্তি । জ্ঞান অর্থাৎ সদগতি । সদগতি অর্থাৎ মুক্তি এবং জীবনমুক্তি । যতক্ষণ জীবনমুক্তি না হয় ততক্ষণ তোমরা মুক্তি লাভ করতে পারোনা । আমরা জীবনমুক্ত হই, বাকি সবাই মুক্ত হয় । এই কারণে বলা হয়ে থাকে, তোমার মতিগতি তুমিই জানো । এক্ষেত্রে, এটাই প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন । তিনি তোমাদের বলেন, আমি প্রতি কল্পে এসে আমার নির্দেশানুসারে সবার সদগতি প্রদান করি । সদগতির সাথে গতিও (মুক্তি) অন্তর্ভুক্ত । নতুন দুনিয়ায় স্বল্পসংখ্যকই থাকে । আগে আমরা বলতাম, এই দুনিয়াতেই সূর্য, চন্দ্র, ন'লাখ তারা... এই সময়ই দুনিয়ায় সূর্যের অস্তিত্ব । দুনিয়াতে শিব, যাঁর এত বিস্তার । তারপর এই দুনিয়ায় মাম্মা বাবা এবং লাকি স্টারের অস্তিত্ব । বিবেকও এই কথাই বলে, সত্যযুগে জনসংখ্যা অবশ্যই স্বল্প হওয়া উচিৎ । পরে বৃদ্ধি হয় । এই সমস্ত ব্যাপার বুঝতে হবে । তোমরা যে যত পিওর অর্থাৎ পবিত্র হবে ততই এই জ্ঞান তোমরা ধারণ করতে পারবে । যেখানে ইমপিওরিটি, সেখানে ধারণও কম হবে । পিওরিটি ফার্স্ট । তোমাদের মধ্যে এখনো যদি ক্রোধের ভূত থেকে থাকে তো হামেশা তোমাদের মায়ার কাছে হার স্বীকার করতে হবে । এটাও যুদ্ধ ! তোমাদের পুরো হাত ওস্তাদের হাতে দিতে হবে, মায়াও অতি প্রবল । যাঁরা তাদের হাত তাঁর হাতে রেখেছে তাদের ওপরেই

এই জ্ঞানবর্ষা হয় । বাবা তাঁর পার্ট প্লে করেন সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে এবং তিনি সবকিছু লক্ষ্য করেন । তোমরা এটা বুঝতে পারো যে তোমাদের মা-বাবা এবং তাঁদের অনন্য বাচ্চাদের, যারা লাকি স্টার তাদের ফলো করতে হবে । এটাতো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, মুরলি পড়া কখনো ছেড়োনা । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রিকালীন ক্লাস ২৩-১২-৫৮,

দেখ, আলমাইটি বাবার কত সব রুহানী কারখানা (সেন্টার্স) ! যেখান থেকে প্রত্যেকের রুহানী রত্ন লাভ হয় । বাবা সব কারখানার শেঠ । তাঁর ম্যানেজাররা সেসব সামলাচ্ছে এবং নিশ্চিতরূপে সেগুলো ভালো চলছে । তোমরা দোকানই বলো বা হোস্টেল, সেগুলো তোমরা সব ব্রাহ্মণদের পরিবারও । এই এডুকেশনের দ্বারা তোমাদের নিজেদের জীবন বানাতে হবে । এখানে রুহানী এবং শারীরিক উভয়ই একসাথে । উভয়ই বেহদের । সেই রুহানী এবং শারীরিক জ্ঞান উভয়ই হদের । গুরুগণ শাস্ত্রাদি থেকে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেয় সেই সবই হদের । আমরা কোনও মানুষকে গুরু মানিনা । আমাদের এক সদগুরু, যিনি এই একই রথে আসেন । তোমরা অবিরত যখন তাঁর স্মরণ করবে তখনই বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা সেই গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে ধন লাভ করো এইজন্য তাঁকে স্মরণ করতে হবে । এমন কোনও কর্ম কোরোনা যা বিকর্ম হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমাদের সব কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে, এই দুনিয়ায় তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, কারণ সবার মধ্যে বিকাররূপী পাঁচ ভূত বিদ্যমান । আমরা কিন্তু একদম সেফ । বাবা বলেন, বিকার দান করে দাও, তারপর যদি তা' আবার ফিরিয়ে নাও তো তুমিই নিজের ক্ষতির কারণ হবে । এইরকম ভেবোনা, তুমি গোপনে করবে তো কেউ জানতে পারবে না । ধর্মরাজ সবকিছু জানতে পারেন । এই সময়ে বাবাকে অন্তর্যামী বলা হয়, প্রত্যেক বাচ্চার রেজিস্টারে কি আছে তিনি জানতে পারেন । আমরা সব বাচ্চাদের অন্তরকে তিনি জানতে পারেন । এইজন্য তোমাদের অবশ্যই কোনকিছু গোপন করা উচিৎ নয় । অনেকে এমন চিঠিও লেখে বাবা, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে,ক্ষমা করে দাও । ধর্মরাজের দরবারে আমায় শাস্তি দিওনা ! যেন তারা ডাইরেক্ট শিববাবাকে লিখছে । বাবার নামে এই পোস্টবক্সে চিঠি পোস্ট করে দেয় । তোমার ভুল স্বীকার করে নেওয়ায় সাজা অর্ধেক হয়ে যায় । এখানে তোমাদের অনেক পবিত্র থাকতে হবে । সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পন্ন এখানেই হতে হবে । রিহার্সাল এখানে, তারপর ওখানে প্র্যাকটিক্যাল পার্ট অভিনয় করতে হবে । তোমার নিজেকে চেক করে দেখতে হবে, তুমি কোনো বিকর্ম তো করনি ! সঙ্কল্প তো অনেক আসবে, মায়া অনেক পরীক্ষাও নেবে, ভয় পেয়োনা । হয়তো অনেক ক্ষতি হবে, তোমার ব্যবসাদি ভালো চলবে না, এমনকি পা ভেঙে যেতে পারে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়বে ... যা কিছুই হয়ে যাক বাবার হাত ছেড়ো না । অনেকরকম পরীক্ষা আসবে । প্রথমে সেসব বাবার সামনে আসে, এইজন্যই বাবা তোমাদের সতর্ক থাকতে বলেন । পালোয়ান হতে হবে । দেখ, ভারতে লোকে যত ছুটি পায়, এত আর কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে আমরা এক সেকেন্ডের ছুটিও নিই না, কারণ, বাবা বলেন প্রতিটা শ্বাসে তোমাদের স্মরণে থাকতে হবে । প্রত্যেক শ্বাস অমূল্য, তাহলে কিভাবে এটা ওয়েস্ট করতে পারো ? যারা ওয়েস্ট করে তারা তাদের পদ হারায় । এই জন্মের প্রতিটা শ্বাস মোস্ট ভ্যাল্যুয়েবল । রাতদিন বাবার সার্ভিসে থাকা উচিৎ । তোমরা আলমাইটি বাবার

আশিক নাকি তাঁর রথের ? নাকি উভয়ের ? অবশ্যই তাঁদের উভয়েরই আশিক হতে হবে । তখন এটা তোমাদের বুদ্ধিতে থেকে যাবে যে বাবা এই রথে আছেন । তাঁর কারণে তোমরা এঁনার আশিক হয়েছ । শিবের মন্দিরেও পাথরের ষাঁড় রাখা আছে । তারও পূজা হয় ! এইসব কত গুহ্য বিষয় যা রোজ না শুনলে এই পয়েন্টস তোমরা মিস করে ফেলবে । যারা রোজ শোনে তারা কখনো অন্যকে পয়েন্টস দিতে ফেল করেনা । তাদের ম্যানার্সও খুব ভালো । বাবার স্মরণে অনেক প্রফিট (সুবিধা) । তারপর বাবার নলেজও তোমাদের স্মরণ করতে হবে । জ্ঞানেও প্রফিট যোগেও প্রফিট । মোস্ট প্রফিট বাবার স্মরণে কারণ তোমাদের বিকর্ম এই স্মরণেই বিনাশ হয় এবং উঁচু পদও লাভ হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড নাইট, রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) প্রতি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, একটা শ্বাসও ব্যর্থ হতে দিও না । এমন কোনো কর্ম কোরো না যা বিকর্ম হয়ে যায় ।

২), ওস্তাদের হাতে হাত দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । কখনো ক্রোধের বশীভূত হয়ে মায়ার কাছে হেরে যেও না । পালোয়ান হতে হবে ।

বরদানঃ- এক বল এক ভরসার আধারে সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

যারা প্রকৃত নিষ্ঠাবান বাচ্চা, এক বল এক ভরসাতে চলে তারা সদা সাফল্য লাভ করে এবং নিরন্তর লাভ করবে । কারণ, প্রকৃত নিষ্ঠা বিঘ্নকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয় । যখন সর্বশক্তিমান বাবার সাথ আছে তোমাদের এবং তাঁর ওপর তোমাদের পূর্ণ নিশ্চয় আছে তখন ছোট ছোট বিষয়গুলো এমনভাবে সমাপ্ত হয়ে যায় যেন কিছুই ছিলনা । অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায় । সব পরিস্থিতি যেন মাখন থেকে চুল টেনে তোলার সমান সহজ সমাধান হয়ে যায় । তাহলে নিজেকে এইরকম মাস্টার সর্বশক্তিমান মনে করে সাফল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে চলো ।

স্লোগানঃ- নয়নে পবিত্রতার চমক আর ওষ্ঠাধারে স্মিত হাসি যেন থাকে - এটাই শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি ।